দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 10 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

যশোর : কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চাষীদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞানদান করা হচ্ছে –জনকণ্ঠ

স্কুলে যাচ্ছেন কিষান-কিষানি ॥ পরিবর্তন আসছে কৃষিতে

সাজেদ রহমান, যশোর অফিস ॥ সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর মতো নিজেরাও স্কুলে যাচ্ছেন যশোরের কৃষক-কৃষাণীরা। তবে তারা সন্তানদের মতো পাঠ্যবই পড়তে না, কৃষিতে জ্ঞান অর্জন করতে যাচ্ছেন কৃষক মাঠ স্কুলে। ফসলে সারের পরিমাণ, কীটনাশকের মাত্রা, কোন মৌসুমে কী ফসল চাষ করে লাভ বেশি ইত্যাদি জ্ঞান অর্জন করছেন। এছাড়া হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও মাছ চাষ করে কিভাবে অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করা যায়, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা নিচ্ছেন। জেলার ১০ সহস্রাধিক কৃষক এ শিক্ষা নিয়ে চাষাবাদে গ্রহণ করেছেন আধুনিক প্রযুক্তি।

যশোর সদরের তফসীডাঙ্গা, রুদ্রপুর, চূড়ামনকাটি, পতেঙ্গালি, গোপালপুর, কয়েদখালীতে চলমান রয়েছে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্টের কৃষক মাঠ স্কুল। এখানে ২৫টি পরিবারের ৫০ জন করে বর্তমানে ৬টি স্কুলে জ্ঞান অর্জন করছেন ৩০০ কৃষক-কৃষাণী। প্রশিক্ষিত ৬ কৃষক দিয়েই এ স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে। আর কৃষি কর্মকর্তারা এগুলো দেখভাল করেন। তফসীডাঙ্গা ও রুদ্রপুর কৃষক মাঠ স্কুলের শিক্ষক প্রশিক্ষিত কৃষক শেখর কুমার হালদার জানান, সপ্তাহে ২ দিন তাদের ক্লাস নেয়া হয়। সবাই উপস্থিত হন। এখানে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও আসেন। তারা বাড়িতে পরিকল্পিত শাকসবজি ও ফলমূল চাষাবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত হন।

যশোর সদর উপজেলার কৃষি অফিসর এসএম খালিদ সাইফুল্লাহ জানান, কৃষক মাঠ স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ে চাষীদের সম্যক ধারণা দেয়া হয়। এর মধ্যে উন্নত প্রযুক্তিতে মুরগি পালন, উন্নত প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব ধান চাষ, ফলন্ত গাছের পরিচর্যা, পরিকল্পিত শাকসবজি ও ফল চাষ উল্লেখ্যযোগ্য। কৃষকরা স্কুল থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের প্রতিবেশী বা গ্রামের অন্য কৃষককেও এ বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। ইতিবাচক এ পদক্ষেপের কারণে যশোরে কৃষিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

এদিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর যশোর অফিসের কর্মকর্তারা বলছেন, এ পরিবর্তন শুধু সদর উপজেলায় নয়, গোটা জেলায়। সদর উপজেলার মতো ৮ উপজেলায় ১০ সহস্রাধিক কৃষক চাষাবাদের ওপর শিক্ষা নিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করছেন।